কোভিড - ১৯ : টুকিটাকি এদিক ওদিক

প্রথমে একেবারে প্রাথমিকভাবে আমরা দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকা ও WHO র প্রচার পত্রিকা ও নীতিমালা সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য ও জ্ঞান জানতে পেরেছি।

সেসব পর্ব তো গেলো। পরে কি দেখলাম আমাদের রাজ্যে, কলকাতা শহরের চোখে দেখা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল !

ক'জনের নাম বলবো যারা তাঁদের ক্যানসারের চিকিৎসা করতে পারেননি কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মে মাসের প্রথম থেকে সম্পূর্ণ কোভিড হাসপাতাল হিসেবে গণ্য হবার পর ? তা ছাড়াও আছেন তাঁরা যাঁরা গত পাঁচ বছরে বা তারও আগে চিকিৎসা করিয়ে আজ সুস্থ, কিন্তু নিয়মিত চেক আপে আছেন, কারণ যেকোনো সময় ক্যানসার রোগের ফিরে আসার সম্ভাবনা থেকেই যায়। এরকম অসংখ্য ঘটনা ক্রমাগত ঘটছে, এবং ঘটবেও, যদি রাজ্যের এত বড়ো একটা টার্সিয়ারি কেয়ার সেন্টার ও apex হাসপাতাল, সর্বোপরি মেডিকেল কলেজকে ''Only Covid'' বানিয়ে সাধারণ মানুষের চিকিৎসাকে আটকানো হয়। কলকাতা মেডিকেল কলেজে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোভিড এবং বাকি সমস্ত কিছুর চিকিৎসা শুরু করা না হলে কোভিডের বলি অসংখ্য নন-কোভিড পেশেন্ট দিতে থাকবেন ক্রমশ, আর এই মৃত্যু মিছিল কোন মেডিকেল কলেজ মেনে নিতে পারে না !

কারণ কোভিড কেস নিয়ে এইরকম পরিস্থিতি চলতে পারে না। কোভিড পরিষেবা থাকুক, শুরু হোক নন - কোভিড সাধা্রণ পরিষেবাও। সবার জন্যই।

নাহলে ডাক্তারদের এই ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাই করা হোক যাতে রোগীরা মরিয়া হয়ে চিকিৎসা নিতে এলে বলতে পারেন তারা, ''আগে করোনা পজিটিভ হয়ে আসুন তো, তারপর আপনার ক্যান্সারের চিকিৎসা করব''।

এর থেকে পরিত্রাণ কোথায় ?
এ এমনই একটা দেশ যে মহামারীবিদ বা ভাইরোলজিস্টরা কি ভাবছে, কি বলতে চাইছে, কি ঘটছে ভাইরাসটি নিয়ে তা কিন্তু দেশের মানুষদের সরাসরি জানার কোন উপায় নেই। রাজনীতির লোকেরা তা জানিয়ে যাচ্ছে এবং চোখ রাঙিয়ে শাসন করে যাচ্ছে। আর, একটার পর একটা বুজরুকির ওষুধ নিয়ে ব্যবসাদারেরা বিজ্ঞাপনে যখন সরগরম করছে সে ব্যাপারে তাদের প্রতি কোন আইনী ব্যবস্থাও নিতে পারছে না (পড়ুন চাইছে না)। আমাদের দেশের রাজনৈতিক শক্তিশালী অংশের কাজ হলো জনগণকে ঠুলি পরানো, ম্যাজিক ভেল্কিতে বিশ্বাস করানো ও বুজরুকি ব্যবসাতে উৎসাহ দেওয়ানো। যাতে কিনা মাস্ক ও স্যানেটাইজিং এর ব্যবসা তখনই বাড়বে বা আরো বাড়াতে হলে,আতঙ্কও ততোটাই বাড়াতে হবে - এই বদকম্মটি করে যাওয়া, করেই যাওয়া।

তাই একজন রোগীর অধিকার রক্ষার আন্দোলনের একটা দাবি রাখা জরুরী। সমস্ত মৃত্যুর সংখ্যা ও মৃত্যুর কারণ প্রতি মাসের হিসেবে গত তিনবছরের পরিসংখ্যা প্রকাশ করা হোক। জনস্বাস্থ্যের চেহারা বা আগাম কিছু সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত জরুরী। সরকার এই তথ্যটি সামনে আনতে কেন চাইছে না, এটাই ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।

এবার অন্য একটি সুখের খবরে আসি।

ব্রিটেনের ক্যান্সার ও করোনাভাইরাস বিশেষজ্ঞ এবং রুথারফোর্ড হেলথের প্রধান মেডিকেল কর্মকর্তা অধ্যাপক কারল সিকোরা বলেন, ব্রিটিশ জনগণের শরীরে ভাইরাসটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা আগের চেয়ে বেড়েছে। নিজে থেকেই ভাইরাসটি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, সম্ভবত ভ্যাকসিন ছাড়াই ভাইরাসটি পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে। আমাদের সংক্রমণ এবং সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা কমে এসেছে। এর ফলে ভাইরাসটি নিজ থেকেই বিদায় নিতে পারে।

ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি অ্যাস্ট্রাজেনেকা 'চ্যাডক্স-১ এনকোভ-১৯' নামের সম্ভাব্য ভ্যাকসিনটি আবিষ্কার করে। ভ্যাকসিন আবিষ্কারের ফলে মানুষের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন,গত মাসে ভাইরাসটি তীব্রতা হারাতে শুরু করেছে। আগে যে রোগীরা এই ভাইরাসে মারা যেতেন এখন তারা সুস্থ হয়ে উঠছেন। এখন রোগীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়েছে। মানুষ সচেতন হয়েছেন। নিজেকে রক্ষা করছেন এবং অন্যে যাতে আক্রান্ত না হন সে বিষয়ে সতর্ক থেকেছেন। এর ফলে রোগ বিস্তার করতে পারে নি। ধীরে ধীরে এর শক্তি কমে যাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, ''আমাদের কাছে ক্লিনিক্যাল যে ধারণা রয়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে ভাইরাসটির তীব্রতায় পরিবর্তন এসেছে। মার্চ এবং এপ্রিলের শুরুর দিকে ভাইরাসটির বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি ভিন্ন ছিল। ওই সময় জরুরি বিভাগে যারা এসেছিলেন তাদের চিকিৎসা দেওয়াটা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অক্সিজেন, ভেন্টিলেশনের দরকার ছিল। অনেকে নিউমোনিয়ায় ভুগতেন''। তবে এখন ভাইরাসটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়েছে। ঘরে থেকেও ভেষজ ও মসলা যুক্ত চা খেয়ে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অনেকেই সুস্থ হয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, ''আমাদের মনে হয় ভাইরাসটি মিউটেশন ঘটিয়েছে। কারণ, ভাইরাসটির বিরুদ্ধে আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা সাড়া দিচ্ছে। লকডাউন, মাস্ক পরা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখায় এখন ভাইরাল লোড কমে গেছে। এটি কেন ভিন্ন ধরনের আচরণ করছে সেটি নিয়ে আমাদের গবেষণা করতে হবে''।

করোনাভাইরাসের হিংস্র থাবা থেকে মানুষ এখন রেহাই পেতে শুরু করেছে। ভাইরাসের রূপান্তর হয়েছে। ভ্যাকসিন ছাড়াই ভাইরাসটি নিজ থেকেই শেষ হয়ে যাবে। করোনাভাইরাসে এখন বিশ্ব মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। আতঙ্কিত বিশ্ব। এই করোনা ভাইরাসের মহামারি থেকে জীবন রক্ষা করার জন্য মানুষ হয়েছেন গৃহবন্দী। বিছিন্ন হয়েছে সকল যোগাযোগ । বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের জনসাধারণকে রক্ষার তাদের মত করে জরুরী পদক্ষেপ নিয়েছে নিজ নিজ পলিসি অনুযায়ী।

চিনের উহান থেকে করোনা ভাইরাস মহামারি শুরু হয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ তাদের জনসাধারণকে রক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন সময় লক ডাউন করেছে আবার করোনা ভাইরসের প্রভাব কমে আসায় লক ডাউন তুলে নিয়েছে। তবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সামাজিক দূরত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সব দেশে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন পার্লামেন্টে তার বক্তব্যে বেশ কিছু বিষয়ে শিথিলতার ঘোষণা করেন।
৪ জুলাই থেকে মসজিদ, মাদ্রাসা, উপাসনালয়, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, সেলুন, পাব, খেলার মাঠ, মিউজিয়াম, থিমপার্ক, আউটডোর জিম, লাইব্রেরি, স্যোশাল ক্লাব, কমিউনিটি সেন্টার চালু করার ঘোষণা করেন। এতে সামাজিক দূরত্ব ২ মিটারের পরিবর্তে ১ মিটার নির্ধারণ করা হয়েছে।

তবে নাইট ক্লাব, স্পা, ইনডোর সফট প্লে এরিয়া, ওয়াটার পার্ক, ইনডোর জিম, নেল বার, সুইমিং পুল বেশ কিছুদিন না চালু করার কথা জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন জানিয়েছেন, সামাজিক দূরত্ব সাপেক্ষে ৪ জুলাই থেকে এক ঘরের সদস্যরা অন্য ঘরের সদস্যদের সাথে দেখা করতে পারবেন। আর আগে অনুমতি ছিলো নিকট আত্মীয়দের ক্ষেত্রে। এখন প্রতিবেশীরাও অন্যদের ঘরে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছেন।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন আরো বলেন ''জনসাধারণের জীবন রক্ষাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সাইন্টিফিক ও ইকোনমিক দশার সামঞ্জস্য রেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে। সব দিক বিবেচনা করে সামাজিক দূরত্ব ২ মিটার থেকে ১ মিটার করা হবে''। বিজ্ঞানীরা মনে করেন সামাজিক দূরত্বের অনেক গুরুত্ব । সেই সাথে মুখে মাস্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাতে গ্লাভস অথবা সেনেটাইজার অবশ্যই ব্যাবহার করতে হবে। সাবধানতা অবলম্বন করলে ঔষধ ছাড়াই করোনাভাইরাস নির্মূল করা সম্ভব হবে।

ব্রিটেনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে একদিনে ১৭১ জনের। এর আগের দিন ছিলো ১৫ জন, তার আগের দিন ছিল ৪৩ জন, তার আগের দিন ১২৮ জন। ২০ জুন,২০২০ অবধি বৃটেনে সর্বমোট মৃতের সংখ্যা ৪২ হাজার ৯২৭ জন। এন এইচ এস মনে করে করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলা করা কারোর একার পক্ষে সম্ভব নয়। সরকার এবং বিরোধীদল, অন্যান্য রাজনৈতিক দল, জনসাধারণ সহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, সতর্কীকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। এগুলো ব্রিটেন সরকার প্রতিটি নাগরিককে দিনে পাঁচবার মনে করিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম মারফৎ।

করোনাভাইরাস মহামারির ভয়াবহতা এখন কমে এসেছে। তীব্রতা আর নেই। ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে করোনাভাইরাসের শক্তি, এ জন্য বিভিন্ন দেশে তুলে নিচ্ছে লকডাউন।

তাই, এই জার্নি যদি সত্যিই শুরু হয়ে যায়, তাহলে বলবো, আমাদের দেশে এই মুহূর্তে আর টেস্ট-টেস্ট বলে চিৎকার করলে আর হবে না। সংক্রমণের মাত্রা যতোই বাড়ুক - (১) মৃত্যু হার কমছে কিনা, (২) সংক্রমণ বাড়লেও তার asymptomatic হার আরো বাড়ছে কিনা, (৩) কোভিড পজিটিভ থেকে কোভিড নেগেটিভ এর হার অর্থাৎ ভাল হওয়ার হার বাড়ছে কিনা - এটা বিবেচনায় আনা , এটা ক্রমাগত রোজ যখন ঘটতে থাকবে তখন সফলতার সুখ আসতে শুরু করছে এটা মাথায় রাখতে হবে।

আর যা টেস্ট হয়েছে বা হচ্ছে সেটা তো আর প্রথম অবস্থার মতোন জায়গায় এখন আর কোন রাজ্যই নেই, এ রাজ্যও নেই। তবুও করণীয় যা করার তা করতেই হবে। কিন্তু যেটা সবচেয়ে আগে দরকার তা হলো, লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষ ও কাজ হারানো শ্রমজীবী মানুষকে বেশ অন্তত কয়েকমাস ডাল, ভাত, সব্জি ও সাধারণ সুষম পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো যায় যাতে বিনাপয়সায় তার একটা সুবন্দোবস্ত করা। এবং দূরত্ব বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট বেশি গণপরিবহন বাড়ানো যাতে ভিড় হবে না কিন্তু পরিবহণের সংখ্যা অনেক বাড়াতে হবে এরকম অবস্থা আনতে গেলে পরিবহণ ব্যবস্থায় অনেক ভর্তুকি দিতে হবে। এটা ভীষণ প্রয়োজনীয় এখন। এইসবদিকে কোভিডের কারণে খরচ যদি সরকার করতে শুরু করে সার্বিকভাবে, খুব দ্রুত অর্থনীতি ফিরে আসবে তার নিজের সক্ষম ছন্দে, কোন সন্দেহ নেই।

অতএব, এবারে প্রশ্ন উঠবেই রাজনীতি ও অর্থনীতির নানান বাঁক ও রূপ নিয়ে। মানুষের জীবন ও জীবিকা নিয়ে। মানুষের লড়াই নিয়ে।

উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা, ৬ জুলাই, ২০২০

যোগাযোগ : 9831172060
nagarikmancha@gmail.com